ইনকিলাব ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে নয়াপল্টনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আইসিপির সভাপতি মুফতী মোহাম্মদ ইলিয়াস

৪১
তারিখ ... JUL 13 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক ইনকিলাব

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার আর সুযোগ দেয়া হবে না

—মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা কারো বাবার স্বপ্নে অথবা কারো দাদা বাবুদের স্বপ্নের কারণে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার আর সুযোগ দেয়া হবে না। সাংবাদিক সম্মেলনে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র বন্ধ করার দাবীতে মাদ্রাসা ছাত্র ফেডারেশন ঢাকায় জাতীয় মতবিনিময় অনুষ্ঠান, সিলেটে ছাত্র গণজমায়েত এবং পল্টন ময়দানে সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও এবং ঢাকা ঘেরাও-এর কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল (সোমবার) ১৯/১, নয়াপল্টনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পেশ করেন তালামীযে ইসলামিয়ার সভাপতি সৈয়দ ইউনুছ আলী। বক্তব্য রাখেন আইসিপি'র সভাপতি মুফতী মোহাম্মদ ইলিয়াস ও মাদ্রাসা ছাত্র আন্দোলনের জনাব আবদুস সবুর মাতুব্বর। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন মাদ্রাসা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা মোহাম্মদ রেজাউল হক। আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব আবদুর রহমান, এস এম আবু তাহের, হাফেজ গোলাম মোস্তফা, ফরিদ আহমেদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ আবুল হাসান শেখ প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, সরকার দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব মুসলমানদের ঈমান-আকিদা ও শিক্ষা সংস্কৃতিকে চিরতরে নস্যাৎ ও নির্মূল করার জন্য বিভিন্নভাবে পাঁয়তারা চালাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে সরকারের হিংস্র থাবা পড়েছে মাদ্রাসা শিক্ষার উপর। ব্রাহ্মণ্যবাদী চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্যই ইতোমধ্যে স[illegible] মাদ্রাসার স্বীকৃতি প্রত্যাহার ও এম[illegible] ঘোষণা করেছে। অথচ প্রধা[illegible] শিক্ষামন্ত্রী প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছিলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ বা সংকুচিত করার প্রশ্নই উঠে না। সংসদে দাঁড়িয়েও শিক্ষামন্ত্রী সম্পূর্ণ অসত্য বক্তব্য দিয়ে মাদ্রাসাসমূহের অনুদান স্থগিত ঘোষণার কথা বলেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাসে কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল পাঠ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত। দেশের ১২ হাজার স্কুল-কলেজের নিম্নস্তরে রয়েছে ৭৫ হাজার সরকারী-বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও উপানুষ্ঠানিক ও এনজিওদের হাজার হাজার স্কুল। অপরদিকে ৮ হাজার দাখিল ও কামিল মাদ্রাসায় ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির জন্য ২১ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে। সরকার এসব মাদ্রাসাকে জাতীয়করণ করেননি। শুধু তাই নয়, ১৬ হাজার এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষককের বেতন-ভাতাদিও দেয়া হচ্ছে না। সাধারণ শিক্ষা ডিগ্রী মানের সিলেবাস শেষ করার পরও ফাজিলকে স্নাতকের ডিগ্রীর মান দেয়া হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলনে মাদ্রাসা ক্ষেত্রে সরকারের বৈষম্যের আরো ফিরিস্তি তুলে ধরা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফেডারেশনের ১০ দফা দাবী উত্থাপন করে তা মেনে নেয়াসহ অবিলম্বে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের সকল ষড়যন্ত্র বাতিলের দাবী জানানো হয়।